R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা : ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

গিরিয়ায় সি পি এম কংগ্রেস সংঘর্ষে আটজন কংগ্রেসী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২১ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের পাতলাটোলা সোনারপাড়ায় সি পি এমের সাথে কংগ্রেসের তুমুল সংঘর্ষ ও বোমা যুদ্ধের খেলা চলে। খবরে প্রকাশ, ১৮ জানুয়ারী ঘটনার সূত্রপাত। ঐ দিন কংগ্রেসের মাহাবুল সেখকে সি পি এমের মদতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতি অস্বাভাবিক প্রহার করে। বর্তমানে তিনি জঙ্গীপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরবর্তীতে ২১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের সদস্যা টেক্কা বিবি নামে এক গৃহিণীকে কয়েকজন সমাজবিরোধী অশ্লীল ভাষায় বিদ্রূপ করে। টেক্কা বিবি এর তীব্র প্রতিবাদ করলে তাঁর হাত ধরে তারা টানাটানি করে। কংগ্রেস ও সিপিএম মহলে ঘটনাটি চাউর হয়ে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সিপিএম মদতপুষ্ট একটি দল টেক্কা বিবির বাড়ী ভাঙচুর করে। জানা যায় চাঁদপুরের এরফান আলির নির্দেশে মালেক সেখ, মহবুল সেখ ও আনসারুল সেখ টেক্কা বিবিকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে টেক্কার চীৎকার, চেঁচামেচিতে দুষ্কৃতিরা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। খবরে আরো জানা যায়—পরদিন সকালে সিপিএম (২য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজে এস এফ আই-এর সংসদ গঠন ছাত্র পরিষদের মতে অবৈধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ জানুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র সংসদ গঠন করল এসএফআই ও ষ্টুডেন্টস্ ব্লক যৌথভাবে। জি এস ও এ জি এস-এর গোপন ব্যালট নির্বাচনে এসএফআই প্রার্থীরা জয়ী হলেও একজন বাম প্রার্থী ভিপি নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ ও এবিভিপি জোটকে ভোট দিলে সেটি ছাত্র পরিষদের দখলে চলে যায়। কিন্তু সাব কমিটি গঠনে এসএফআই-ভিপি-র মতামতের কোন তোয়াক্কা না করায় সেটা সংবিধান বহির্ভূত বলে ছাত্র পরিষদ দাবী করে। এ ব্যাপারে ছাত্র পরিষদ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে বলেও জানা যায়। উল্লেখ্য, কলেজ নির্বাচনে ৪২টি আসনের মধ্যে এসএফআই দখল করে ১৭টি ও ষ্টুডেন্টস্ ব্লক ৪টি। অন্যদিকে ছাত্র পরিষদ মোট ১৮টি ও সারা বাংলা বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ১টি আসন দখল করে। অন্যদিকে পিএসইউ ২টি আসন পায়। পিএসইউ-র দু'জন ছাত্র পরিষদকে সংসদ গঠনে মৌখিকভাবে সমর্থনের সম্মতি জানায়। কিন্তু সংসদ গঠনের দিন পিএসইউ-র এক প্রতিনিধি এসএফআইকে সমর্থন করে ও অন্যজন অনুপস্থিত থেকে যায়। সাব-কমিটি গঠনে ভিপির কোন মতামতের মূল্য অধ্যক্ষ না দেওয়ায় ছাত্র পরিষদ সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এসএফআই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় ছাত্র পরিষদ সমর্থকরা তাদের ছাত্রছাত্রী ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে ছাত্র পরিষদের অভিযোগ এসএফআই সংবিধান বহির্ভূতভাবে কমিটি গঠন করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্তীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে পিছন দরজা দিয়ে স্বপনবাবুকে কলেজ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই এ কমিটি তারা মানছে না।

আবদুল্লাহ সালাফী পাক গুপ্তচর না একজন ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ জানুয়ারী সকালে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সাগরদীঘির হলদি গ্রামের আবদুল্লাহ সালাফীকে পাক গুপ্তচর সন্দেহে সাগরদীঘি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সালাফীসাহেব একজন ধর্মীয় বক্তা। সেই দিনই বেলসাণ্ডা গ্রামে এক ধর্মীয় জালসায় বক্তা হিসাবে তাঁর নাম ছিল। সাগরদীঘি থানায় কর্মরত হোমগার্ড কাইয়ুম সেখের দায়িত্বে জালসায় অংশগ্রহণের জন্য সালাফীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সালাফি-সাহেব পরদিন ১৬ জানুয়ারী থানায় এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ৩-৪ দিন রাখার পর তাঁকে দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লীর দূরদর্শনে ছবিসহ বাংলা সংবাদের মাধ্যমে পাক (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বামীর অবৈধ প্রেমে বাধা দিতে গিয়ে স্ত্রী প্রাণ হারালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার রাজানগর গ্রামে গত ১৯ জানুয়ারী রাতে বিমান দাসের (ডাবলু) স্ত্রী সুচিত্রার রহস্য-জনক মৃত্যু হয়। সুচিত্রার গলায় ফাঁসের দাগ দেখে পুলিশের সন্দেহ তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। সুচিত্রার মৃত্যুর খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার জালালদিপুর থেকে তাঁর মা, ভাই ও আত্মীয়রা রাজানগরে আসেন। সুচিত্রার ভাই বিদ্যুৎ দাস রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন—বিয়ের পর গত পাঁচ বছর থেকে তাঁর দিদি সুচিত্রার উপর স্বামী, মেজ ভাসুর তপন দাস, শ্বশুর সুধীর দাস, তপনের স্ত্রী প্রণতি নানাভাবে নির্যাতন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই মাঘ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ আর্সেনিক জ্বালা ॥

খবরে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় জলে আর্সেনিক-দূষণ ঘটিয়াছে। ফলে ঐ জল ব্যবহার করিয়া মানুষ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, মালদহ ও হুগলি—এই আটটি জেলার মানুষ আর্সেনিক দুষণের শিকার হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড আয়োজিত এক ওয়ার্কশপ-এ বিশেষজ্ঞেরা ভূগর্ভের পানীয় জলের দূষণ বিষয়ে যে মন্তব্যাদি করেন, তাহাতে আর্সেনিক দুষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁহাদের মতে ভুগর্ভস্থ জলে প্রতি লিটারে যদি ০·০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক পাওয়া যায়, তবে তাহা অতিরিক্ত মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। আর্সেনিক যুক্ত জল পানের কুফল প্রথমে ধরা যায় না। বেশ কিছু বৎসর এই জল ব্যবহারের ফলে চামড়ায় ক্যানসার, ফুসফুসের ও লিভারের অসুখ, চোখের অসুখ, ব্লাড ক্যানসার, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানা রোগের আক্রমণ ঘটে। এই ওয়ার্কশপের আলোচনায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, ২০ হইতে ৮০ মিটার, কোথাও কোথাও ১০০ মিটার গভীরে আর্সেনিক যুক্ত জল পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে জলস্তর কমিয়া গেলে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে; বর্ষায় কমে। পুকুরে ও কূপে জলে আর্সেনিক পাওয়া যায় নাই।

জলে আর্সেনিক দূষণ কেন হয়, তাহা এখনও অনিশ্চিত। ভারতে পশ্চিমবঙ্গেই আর্সেনিক দূষণের কথা জানা যায় এবং ইহা নিম্নগঙ্গা অববাহিকায় রহিয়াছে; উচ্চগঙ্গা অববাহিকায় পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের মতে ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকা স্তরের ভৌম-রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য এই দুষণ ঘটিতেছে।

আর্সেনিক দূষণ যে এলাকার জলে রহিয়াছে, সেখানে নদী, বিল প্রভৃতির জল (সারফেস ওয়াটার) পরিশোধিত করিয়া ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাহা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। তবে উপস্থিতমত একশত মিটারের গভীর ভূস্তরের জল সংগ্রহ, নলকুপের মুখে আর্সেনিক-ছাকনি ব্যবহার, আর্সেনিক মুক্ত করিবার বিভিন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন, ভূস্তরে সাধারণ জল পাঠাইয়া জলে আর্সেনিকের ঘনত্ব কমান—ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। তবে ইহার জন্য আরও উদ্যোগ প্রয়োজন।

সেনট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের চেয়ারম্যান নাকি বলেন যে, আর্সেনিক দূষণ কমাইবার জন্য বোর্ড বৎসরে ১ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করিতেছে। তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগ লওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে এই দুষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করিতেছে না বলিয়া শুনা গিয়াছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রতি পারস্পরিক দোষারোপ চলিতে থাকুক, আর আর্সেনিক দূষণযুক্ত জল ব্যবহার করিয়া মানুষের ভোগান্তি চলুক—বিচিত্র এই দেশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জঙ্গিপুর পুরসভা হইতে জঙ্গিপুর শহরে পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ শহরে গঙ্গার জল পরিশোধিত করিয়া সরবরাহ করা উপস্থিত সম্ভব হইতেছে না। ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মিত হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাই গভীর নলকূপ বসাইয়া সেই জল এই শহরে সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু এই জল 'কালচার্ড' বা পরিশ্রুত হইবে না। আপাতত এই জলই ব্যবহার করা ছাড়া কোন উপায় নাই বলিয়া শুনা গিয়াছে।

লটারী দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য না একটা ব্যবসা

মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা

বর্তমানে আকাশে বাতাসে আনাচে কানাচে একটি শব্দ তোলপাড় করে চলেছে লটারী! লটারী! লটারী! বিভিন্ন ক্লাব যেভাবে লটারী করে চলেছে, তার পদ্ধতিগুলিও অভিনব। লটারী মানেই কোন কিছুর উন্নতিকল্পে। বাস্তবে সব ক্ষেত্রে কি তাই? কম বেশী সবাই লটারীর টিকিট কেটে থাকে। তার একমাত্র কারণ একটি লটারীর টিকিট কেনাতে কিছু আসে যায় না। ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে ক্লাব, সংস্থা বা দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের উন্নতি। প্রাইজের ব্যাপারে অনেকেই তোয়াক্কা করে না। কিন্তু বর্তমানে যাদের নাম ভাঙ্গিয়ে লটারীর প্রচার চলছে, তারা কি আদৌ উপকৃত হচ্ছে? দুঃস্থ প্রতিবন্ধীর প্রতি প্রত্যেক মানুষের খানিকটা সহানুভূতি আছে। সেই সহানুভূতিতেই অনেকে টিকিট নিয়ে থাকেন। যদি তা না হয়, তবে আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষকে দুঃস্থদের নাম ভাঙ্গিয়ে টিকিট বিক্রি করে প্রতারণা করা হচ্ছে।

এছাড়া টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রেও সরকারকে প্রতারণা করা হচ্ছে। যেমন টিকিটের মূল্য ১৯ পয়সা। ভারতীয় আইনে ১৯ পয়সার লটারী প্রতিযোগিতায় কোন কর দিতে হয় না। আর ক্লাবগুলিও জানে ১৯ পয়সার টিকিটে মারুতী ওমনি বা রঙিন টিভি দেওয়া যাবে না। তাই এখানে একটা কৌশল অবলম্বন করে টিকিট মূল্য ১৯ পয়সা আর দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সাহায্য বাবদ ১৪ টাকা ৮১ পয়সা। সর্বমোট ১৫ টাকা। অনুদান বা সাহায্যের ক্ষেত্রে করের কোন ব্যাপার নেই। সুন্দর ব্যবস্থা। অন্যদিকে টিকিট ছাপিয়েই ক্লাবগুলির দায়িত্ব শেষ। তারা নিজেরা তেমন টিকিট বিক্রি করে না। কমিশনভিত্তিক টিকিট বিক্রি চলে। প্রতি টিকিটে বিক্রেতা পাবে ২ টাকা হারে কমিশন। এবার বিক্রেতা যেভাবে পারে টিকিট বিক্রি করে। কেউ দোকানের এক কোণে টিভিতে ভি, সি, আর চালিয়ে রঙিন হিন্দী বা বাংলা ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে আবার কিছু কিছু টিকিট বিক্রেতা ভ্যান, রিক্সা অথবা ট্যাক্সিতে প্রাইজ সাজিয়ে ৬৫ ডেসিবেলকে ছাড়িয়ে জঙ্গীপুর মহকুমাকে শব্দ দুষণে দূষিত করে টিকিট বিক্রি করে চলেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ৮/১০ খানা গাড়ী মহকুমা চষে বেড়াচ্ছে। দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের নাম ভাঙ্গিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবসা চালিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে প্রশাসন আশ্চর্য ভাবে নীরব।

সিপিএম কংগ্রেস সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমর্থকদের গোপন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বেলা ১১টা নাগাদ এই সংঘর্ষ ও মারামারির পুনরাবৃত্তি ঘটে। ঐদিন সংঘর্ষ চলাকালীন মুকুল সেখ নামে একজনের বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে হাত উড়ে যায়। গ্রামের পরিস্থিতি যখন থমথমে, পুরুষরা গৃহছাড়া সেই সময় রাতের অন্ধকারে পুলিশ সেজে একরাণ সেখ, হোদা সেখ, মুন্না ও এনসুর সেখ তোহমিনা বিবির ঘরে হানা দেয় এবং তাঁকে ভয় দেখিয়ে কিছু সোনাদানা ও নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়। তোহমিনা বিবি ২৩ জানুয়ারী উক্ত চার জনের বিরুদ্ধে থানায় জি, ডি করেন, কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অন্যদিকে সিপিএমের অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেসের আটজন গ্রেপ্তার হয়। তারা প্রত্যেকে পাতলাটোলার সাধারণ মানুষ। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বে গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ। বর্তমানে গোটা এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

বাংলা সাহিত্যে কবি বিষ্ণু সরস্বতী

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছর সরস্বতী পূজার দিন বিশিষ্ট গুণীজন, সাহিত্যরসিক সমালোচকবর্গ এবং গুণমুগ্ধ ছাত্রগণের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সুসন্তান শ্রী বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মশত-বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। গত শ্রী পঞ্চমীতে তাঁর শতোত্তর প্রথম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। শতবার্ষিকী কমিটি এই উপলক্ষে কবির কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করেছে।

বিষ্ণু সরস্বতীর সাহিত্য জীবন ও কর্মজীবন—তাঁর চরিত্রমাধুর্য এবং ভাগবত জীবনের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু তাঁর কিছুদিক এখানে স্পর্শ করা হয়েছে। বিষ্ণু সরস্বতীর ছাত্রজীবন এবং তৎপরবর্তী শিক্ষক জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের চমক্‌প্রদ সাফল্য সকলেরই ঈর্ষণীয়। স্কুল কলেজের আবশ্যিক পাঠক্রম অতিক্রম করে সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর বিস্তৃত পদচারণা। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দেন। এম-এ ও বি-টি পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ইংলণ্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামস্ ও স্যার পার্সি নামের অধীনে শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা করে দেশবিদেশের শিক্ষাবিদদের প্রশংসা অর্জন করেন। সেই সময় তাঁর ইংরাজী কবিতা-গুলি বিলাতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সমালোচকদের সাধুবাদ অর্জন করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সেবী ফরাসি মনীষি ডঃ সিল্‌ভ্যাঁ লেভিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ডঃ লেভিকে আমন্ত্রণ করে আনেন। ডঃ লেভির উপস্থিতিতে বিদজ্জন সমাজের পক্ষ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুবাবুকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে তিনি বরোদার সয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের কলেজে অধ্যাপক জীবন শুরু করেন। সেখান থেকে এসে তিনি কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতাকেই তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং যুক্তবাংলার প্রায় সর্বত্রই শিক্ষকতা করেন। তিনি আদর্শবাদী, ছাত্রবৎসল এবং অত্যন্ত সফল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্ররা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বৈষ্ণব কবিতা রচনায় উদ্‌বুদ্ধ হন এবং তাঁর বৈষ্ণব কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সমস্ত সাময়িকপত্রে তাঁর অজস্র কবিতা একে একে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর বৈষ্ণব কবিতা গ্রন্থ লীলামঞ্জরী, পুনর্নবা, বিরহী মাধব, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্য রসিক বিদগ্ধ সমালোচক ও উদারমনা ভক্তজনকে মুগ্ধ করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিকে যে সংবর্ধনা দেয় তাতে উল্লেখ করে যে আধুনিক যুগে তিনজন বঙ্গীয় কবি কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং বিষ্ণু সরস্বতী বৈষ্ণব সাহিত্যকে যুগো-পযোগী করে পরিবেশন করে অম্লান কীর্তি অর্জন করেছেন। বিষ্ণু সরস্বতীর কাব্যে ছন্দ ঝংকার ধ্বনিলালিত্য, শব্দচয়ন, প্রেম, বিরহ, আর্তি ও আত্মনিবেদন অতি অপরূপ প্রসাদগুণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিলাকে কাব্যে উপেক্ষিতা বলেছেন। বাঙ্গালীর গৃহবধূ অবহেলিতা গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিরুদ্ধ মর্মবেদনাকে সরস্বতী কবি তাঁর কাব্যবীণায় ঝংকৃত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি বিষ্ণু সরস্বতী চিরকালীন স্থান করে নিয়েছেন। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, উদারমনস্ক মানবতাবাদী এই কবি খ্রীষ্টজীবন এবং পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জীবন নিয়েও কাব্য রচনা করেন। যীশুখ্রীষ্টের জীবন নিয়ে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রক্তকমল' বাংলা কাব্যে খ্রীষ্টজীবনকে উপস্থাপিত করার পুরোধা প্রচেষ্টা। আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে এই বইটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং মূল কোরাণ ও হাদিস চর্চা করে তিনি পয়গম্বরের জীবন অবলম্বনে কাব্যগ্রন্থ 'নবসূর্য' প্রকাশ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ ও রেজাউল করিমের মতে 'নবসূর্যই' হজরত মোহাম্মদের জীবন নিয়ে রচিত প্রথম সার্থক বাংলা কাব্য রচনা। মিশরের বিখ্যাত আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নবসূর্য' উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। বিষ্ণু সরস্বতীর ভাগবতসাধনা ও মানব প্রেমের নির্যাস তাঁর সাহিত্যে রসসঞ্চার করেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার মানবিকতার বাণীর উত্তরাধিকার বহন করছেন বিষ্ণু সরস্বতী তাঁর কাব্যে। এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে চিরকালীন সম্পদ হয়ে থাকবে।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

ফোন নং—৬৬২২৮

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের উদ্যোগে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সম্বর্দ্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি বহরমপুরের চুঁয়াপুরে মাহিষ্য সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতকোত্তর ১৩ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক স্বরজিৎ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার জেলা সভাপতি প্রখ্যাত চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট লোহারাম রায়। স্বাগত ভাষণে সমিতির জেলা সম্পাদক মনোমোহন দাস বলেন, সমাজের উন্নতির জন্য এবং শিক্ষার প্রসারকে উন্নতি করার জন্য আমাদের এই পদক্ষেপ।

সিটুর ব্লক সম্মেলন

স্থানীয় সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ ডিসেম্বর সিটুর রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক সম্মেলন স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন উদয় ঘোষ। বক্তব্য রাখেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যসহ বামপন্থী আন্দোলনের নেতারা। সম্মেলনে পূর্ণচন্দ্র গোঁচিকে সভাপতি এবং উদয় ঘোষকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪৭ জনের নতুন ব্লক কমিটি ও ২১ জনের কর্মকর্তামণ্ডলী গঠিত হয়।

আর এস পি-র থানা সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ১৪ জানুয়ারী স্থানীয় আরএসপি দলের থানা সম্মেলন ও প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সমসেরগঞ্জ থানার সামনের মাঠে। সম্মেলনে বেশ কিছু মহিলাসমেত প্রায় দেড়শো প্রতিনিধি যোগ দেন। জেলা সম্পাদক আশীষ রায় চৌধুরীর উপস্থিতিতে রৌশন আলীকে সম্পাদক করে এগারোজনের থানা কমিটি গঠন করা হয়।

শিল্প বাঁচাও দিবস উদযাপন

জঙ্গীপুর : গত ১ ডিসেম্বর জঙ্গীপুরের ফতেখাঁর জঙ্গলে ডি ওয়াই এফ আই, জঙ্গীপুর পৌর লোকাল কমিটির যুব সংগঠনের উদ্যোগে এক পথসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও দিবস পালন করা হয়। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহন মাহাতো, সম্পাদক শত্রুঘ্ন সরকার প্রমুখ। বক্তব্যে তাঁরা কংগ্রেসকে জোতদার, শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের মদতদাতা এবং বিজেপিকে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দল বলে আখ্যায়িত করেন।

বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনাচক্র

সাগরদীঘি ঃ কুন্দরী অগ্রণী বিবেকানন্দ পাঠচক্র গত ২৪ ডিসেম্বর দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে মানবিক নৈতিকতার পূর্ণ জাগরণে আধুনিক ভারতের জাগ্রত বিবেকের জীবন্ত মূর্তি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পবিত্র কর্ম্মধারার প্রবর্তন ও যুগচিন্তার সার্থকচর্চাকে জাগ্রত করতে বিরাট কর্মকান্ডের আয়োজন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ নরেন্দ্রপুর এবং সেবাব্রত সারগাছি মিশন আশ্রমের কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মধারা নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ সম্পাদক সারগাছি মিশন, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রঞ্জিত মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মিশন, মৃদুল ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক সারগাছি আশ্রম, হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ এবং অমলেন্দু মাজি।

রোজার মাসে সন্ধ্যের দিকে একবার জল দেওয়া যেত না কি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১২টি ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত জল দিনে দু'বার সরবরাহ করা হয়। একবার সকাল ৬টায়, দ্বিতীয়বার দুপুর ১২টায়। কিন্তু রোজার মাসে ঐ সময় মুসলিম এলাকায় বিশেষ জলের প্রয়োজন হয় না। মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা ভেবে অন্ততঃ সন্ধ্যের আগে একবার জল দেওয়া যেত না কি ? এ ব্যাপারে ১২টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বা পৌর-পিতা কেউ-ই এর প্রয়োজন অনুভব করেননি।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজীর ১২৩ জন্মজয়ন্তী পালন করে ফুলতলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের আয়োজনে নেতাজীর ১২৩ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শান্তি চ্যাটার্জী, কবীর সেখ প্রমুখ। বক্তারা নেতাজীর প্রতি অবহেলা এবং এখন পর্যন্ত তার অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি ঃ বালিয়া নেতাজী সংঘ মাঠে সম্প্রতি সুশীলাদেবী ও ভবেশচন্দ্র স্মৃতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাজারামপুর মিলনবীথি ক্লাব ৪—০ গোলে নূতন দিয়ার শান্তি সরণীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোমোহন মুখোপাধ্যায়। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় সুশীল মন্ডল। নেতাজী সংঘের সম্পাদক বিজন সরকার ক্রীড়া পরিচালনা করেন।

ডাঃ কে, এন, সরকার

(হোমিওপ্যাথ) পুরাতন রোগ বিশেষজ্ঞ

রঘুনাথগঞ্জ রেজিষ্ট্রী অফিস ও ষ্টেট ব্যাঙ্কের সন্নিকটে

বহরমপুর থেকে প্রতি মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জে আসছেন।

রোগী দেখবার সময় - সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা।

ক্ষুদ্রশিল্পে প্রাণের জোয়ার

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিদিনই এগিয়ে চলেছে

ক্ষুদ্রশিল্পে সরকারী সহায়তার কয়েকটি নমুনা

★ আদর্শ পরিকল্পনা ★ প্রয়োজনীয় পরামর্শ ★ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ★ শিল্পে উদ্ভূত দূষণরোধ ★ বহুমুখী ঋণদান প্রকল্প ★ তপসিলি সম্প্রদায় ও মহিলাদের বিশেষ ঋণদান ★ প্রকল্পের আধুনিকীকরণ ★ প্রবেশ শুল্কের অবলুপ্তি ★ পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ★ বিক্রয় শুল্কের সুবিধা ★ আকরিক লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদি কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৬, ২২৮টি ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা থেকে সপ্তম পরিকল্পনায় ৮০, ৪২১টি সংস্থার বিবর্তন নিঃসন্দেহে প্রগতিকে সূচিত করে। মাত্র পাঁচ বছরে সংঘটিত হয়েছে এই আশ্চর্য পরিবর্তন ঃ শতকরা ১২৮ ভাগ। এ সবই বামফ্রন্ট সরকারের উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলির সুফল। ক্ষুদ্র শিল্পের পরি-সরকে বর্ধিত করার জন্য নিয়তই জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন আরো পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রগতি তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত।

ক্ষুদ্রশিল্প-বৃহৎ পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মেমো নং—৪ (৩২) আই এন এফ/মুর্শিদাবাদ তাং—৬/১/৯৯

বি জ্ঞ প্তি

ভারতীয় ষ্টেট ব্যাংক, ফরাক্কা শাখা, এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে যে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার) ১৯৯৯ বিকাল ৩টায় নিম্নলিখিত লকারবিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ভাঙা হবে।

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	লকার নং
শ্রীপূর্ণেশু রায় প্রযত্নে লাইন হোটেল গ্রাম বৈকুন্ঠপুর পোঃ হিলি জেলা দঃ দিনাজপুর	এন ৮৫

শাখা ব্যবস্থাপক

ভারতীয় ষ্টেট ব্যাংক

ফরাক্কা শাখা

নববর্ষের প্রীতি ও সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প একঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

Office of the Judge-in-charge, Nezarat Civil Court
Jangipur, Murshidabad
(TENDER NOTICE FOR HIRE OF ONE CAR)

Sealed tenders are invited by the undersigned for hiring one petrol / diesel car for this office as per terms and condition stated below.

1. The vehicle must have valid permit for carring passengers for hire for reserve as per the Prov. of 66 of the M. V. Act, the vehicle must have commercial licence for carring passengers.

2. The vehicle should be provided with an efficient Car Driver possessing valid current licence granted by the R. T. O.

3. Except hire charge (Including fuel) no other monetary claim will be entertained Petrol/ Diesel/Mobil as required for running the car will be supplied by the owner himself at his own cost.

4. The vehicle must be provided with K. M. Meter in good condition and order.

5. The condition of the vehicle including engine, tyre, tube, body etc must be good and in order which will also be the main criteria for acceptance of the car and the same should be maintained during the period under hire.

6. Journey / Run of the car will have to be maintained by the Driver of the car against dated counter signature of the officers using the car. At the end of each month the log book is to be produced before the Nazir of this court for examination and verification.

7. In case of brake down of the vehicle shall be place a substitute failing which hire charge for the day or days will be deducted from the bill.

8. Necessary valid route permit, tax token, fit certificate etc. of the vehicle will have to be produced before final acceptance of the vehicle.

9. Journey for placing the car for official use back from the garage will not be considered for the purpose of log-book and no garage facility for the car will be provided.

10. Tenders will be received by the Nazir of this court upto 2-00 P. M. on 10. 2. 99 and will be opened on the next date before the undersigned in presence of attending tenderers or in the absence of tenderers if nonappears.

11. The undersigned reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason whatsoever and does not king himself to the lowest tenderer.

12. Payment of bill will be subject to the Govt. Rules and regulations and availability of Govt. Fund from time to time.

13. The vehicle must be produced within 24 hours from the date of receipt of acceptance order.

14. The following informations should be given specifically.
   a) Rate per day Rs.............................per month Rs.......................
   b) Number of the car and name of the company.
   c) The year of registration.
   d) Whether Petrol or Diesel car should be mentioned specifically.
   e) Full postal address of the tenderer.

15. Separate tender be furnished for providing each car.

21. 1. 99

Shyamal Kumar Roy Chaudhury
Judge-in-charge, Nezarat, Civil Court, Jangipur.

Memo No. 11/N Dated Jangipur, the 21st January, 1999

জোতকমলে পুষ্প প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের নবতরুণ সংঘ আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনীসহ গ্রামীণ উৎসব গত ৩ জানুয়ারী উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। উৎসবে পাঁচশোর বেশী ফুল ও ফলের টব প্রদর্শিত হয়। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ বীরেন্দ্রনাথ ধর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এই উপলক্ষে রাস্তা দৌড়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পালস্ পোলিও নিয়ে আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হয়। উৎসব চলে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত।

একজন ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গুপ্তচর বলে সংবাদ প্রচার হয়। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রেও পাক গুপ্তচর শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অথচ এলাকাবাসীর মতে সালাফীসাহেব নির্দোষ, একজন ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বক্তা হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি আছে। এই ধরনের ব্যক্তি পাক গুপ্তচর—এটা সাগরদীঘি অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় মেনে নিতে পারছেন না। সাগরদীঘি থানায়ও নাকি গুপ্তচরের কোন প্রমাণ নেই। আমাদের সংবাদদাতার কাছে আক্ষেপ করেন ঐ এলাকার কিছু মানুষ। সাগরদীঘি বাজারে 'আল হিলাল বুক হাউস' নামে তাঁর একটি বই-এর দোকান আছে বলে খবর। তবে পুলিশের মতে, অহেতুক কাউকে গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হয় না। আবদুল্লাহ সালাফী নির্দোষ হলে তিনি নিশ্চয়ই ছাড়া পাবেন।

স্ত্রী প্রাণ হারালেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

চালাত। তারাই দিদিকে হত্যা করেছে। বিদ্যুৎ আরো অভিযোগ করেন—জামাইবাবু ডাবলুর সঙ্গে তার মেজ বৌদি প্রণতির একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অশান্তি হত। পুলিশ প্রণতিকে গ্রেপ্তার করেছে। সুচিত্রার স্বামী, শ্বশুর ও মেজ ভাসুর বেপাত্তা।

CENTURY'S
VISHWAKARMA
আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরী করতে ব্যবহার করুন ....
Century Cement
THE COMPLETE CEMENT
সেঞ্চুরী সিমেন্ট একটি সম্পূর্ণ সিমেন্ট
Lookad

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।